67

দৈনিক বাংলা

তারিখ ..2 0 JUN..1997 .. ..
পৃষ্ঠা ৫ কলাম .. ৭ ...

দেশে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ চাই

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ধারাকে গতিশীল রাখতে হলে শিক্ষাকে যে অগ্রাধিকার দিতে হবে বিশ্বজনীনভাবে একথা এখন স্বীকৃত। বাংলাদেশের বর্তমান সরকারও শিক্ষায় সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে। এবারের বাজেটে শিক্ষাখাতে অতিরিক্ত বরাদ্দ দেখলেই বিষয়টা উপলব্ধি করা যায়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষাখাতের বরাদ্দের কথা উল্লেখ করে বলেন, আগামী ১০ বছরের মধ্যে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করতে সরকার বদ্ধপরিকর। গত বুধবার ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ আয়োজিত জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ '৯৭-এর সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে শিক্ষাখাতে ৩ হাজার ৯৯২ কোটি ৩০ লাখ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রাখা হয়েছে, যা গত বছরের তুলনায় তিন দশমিক ৫৬ শতাংশ বেশী। শিক্ষাক্ষেত্রে গুণগত উৎকর্ষ সাধনের জন্য ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে তিনটি পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাবও রাখা হয়েছে। এর মধ্যে বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহ ও স্থানীয় জনগণ প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলিতে অনুদান দেবার বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত। এই খাতে ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির জন্য বর্তমান সরকার যে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সে-কথাও প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেন।

যেকোন দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি নির্ভর করে সে দেশের মানুষের ওপর। মানুষই উন্নয়ন কর্মসূচী প্রণয়ন করে, মানুষই তা বাস্তবায়ন করে। মানুষের শ্রম, মেধা এবং দক্ষতা দেশের উন্নয়নমূলক অবস্থানের জন্য মূলত দায়ী। মেধা ও দক্ষতার বিকাশ ঘটাতে চাইলে মানুষকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। মানুষকে সত্যিকার অর্থে মানবসম্পদে রূপান্তরিত করতে হবে। উন্নত দেশগুলি এখনও শিক্ষাব্যবস্থাকে আরও উন্নত করার লক্ষ্যে নানা রকম গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। দক্ষিণপূর্ব এবং পূর্ব এশিয়ার নতুন উন্নত দেশগুলির অভাবনীয় সাফল্যের কারণ খুঁজতে গিয়েও দেখা গেছে, শিক্ষাখাতে এ দেশগুলি অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করেছে। শিক্ষার জন্য তাদের ব্যয়ের পরিমাণও উল্লেখযোগ্য। তুলনামূলকভাবে দক্ষিণ এশিয়ার পিছিয়ে পড়ার কারণ অনুসন্ধান করেও দেখা গেছে, এই এলাকায় শিক্ষাখাতে বরাদ্দ কম। তবে আশার কথা, এ বিষয়ে বাংলাদেশের বর্তমান সরকার বিশেষভাবে সচেতন হয়ে উঠেছে এবং শিক্ষার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। আগামী দশ বছরের মধ্যে বাংলাদেশ নিরক্ষরতামুক্ত হলে অচিরে এখানে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে গতির সঞ্চার হবে বলে আমরা আশা রাখি। বাংলাদেশের শ্রমিক ও কৃষকসহ আপামর জনগণ শিক্ষিত হলে তাদের দক্ষতা ও মেধার যে বিকাশ ঘটবে, তার স্পর্শে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নতুন করে প্রাণের সঞ্চার হবে। অর্থনীতি গতিময় হয়ে উঠবে।

বাংলাদেশে শিক্ষা প্রসঙ্গ উঠলে একটা বিষয় এড়ানো যাবে না। সে শিক্ষার পরিবেশ। শিক্ষার বিকাশ এবং প্রসারের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ দরকার। বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনে কি সে পরিবেশ আছে? আছেই, এমন দাবী আমরা খুব জোরের সঙ্গে হয়ত করতে পারি না। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস, দলবাজি, নকল প্রবণতা ইত্যাদি কিছু বিষয় আছে, যা নিয়ন্ত্রণ করা একান্ত প্রয়োজন। এই লক্ষ্য সামনে রেখেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশবাসীর সকলের কাছে উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, আসুন, আমরা সকলে মিলে শিক্ষার একটা সুষ্ঠু পরিবেশ গড়ে তুলি এবং গণতান্ত্রিক সুশীল সমাজ গঠনের জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করি।

প্রধানমন্ত্রীর এই আহ্বান খুবই সময়োচিত এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সকলে মিলে চেষ্টা করলে শিক্ষার জন্য যথাযথ পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব বলেই আমরা মনে করি। শিক্ষা কোন দলীয় বিষয় নয়। দেশে শিক্ষার প্রসার ঘটলে দলমত নির্বিশেষে সবাই উপকৃত হবেন। আমরা আশা করব, দেশবাসী এ বিষয়ে সচেতন হবেন। ছাত্র শিক্ষক অভিভাবক দলমত নির্বিশেষে সবাই শিক্ষাবিকাশের লক্ষ্যে কাজ করে যাবেন।